প্রকৃত জেলে নয় এমন লোকদের জেলে নিবন্ধন বাতিল করতে হবে

মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সাতদিন আগেই চাল বা টাকা বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে

দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে মৎসখাত প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মৎসখাত থেকে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৩%, জিডিপির ৪.৩৭% এবং মোট কৃষিখাতের ২৩.৭% অর্জিত হয় । ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে মোট বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন ছিল ৩৫.৫০ লাখ মেট্রিক টন এবং ইলিশের উৎপাদন ছিল ৩.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন যা দেশে মাছের মোট উৎপাদনের ১১% এবং জিডিপির ১%। মাছ বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন খাবারের অন্যতম একটি উপাদান যা প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০% সরবরাহ করে (Sharker et all, Fish aqua J 2016, 7.2)

স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনের পরেও দেশ জেলেদের আহরিত মাছের উপরে বহুলাংশে নির্ভরশীল। দেশজ মাছের উৎপাদন বিশেষ করে ইলিশ মাছ আহরণ ১০-১২ টি উপকূলীয় জেলাসমূহকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। উপকূলের জেলেদের দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই পরিবারের ভরণ পোষণ করার জন্য মাছ ধরা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প উপায় নেই। এখানকার জেলেরা অধিকাংশ সময়েই জীবিকার নানাবিধ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় এবং প্রায়শই ন্যায় বিচার এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনি কর্মকান্ডের সুবিধা ভোগ করতে পারেনা। উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ৪.৫ লক্ষ জেলে ইলিশ মাছ ধরার সাথে যুক্ত এবং ২০-২৫ লক্ষ লোক ইলিশ মাছের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ যেমন পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কাজের সাথে জড়িত (Halder and Ali 2014).

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও মার্চ-এপ্রিল মাসে সরকার উপকূলীয় এলাকার নদীতে ইলিশসহ সকল ধরণের মাছ ধরা, বিক্রি, সংরক্ষণ, পরিবহনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর ফলে মাছ ধরার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য কাজে যারা যুক্ত উপকূলীয় সেইসব জেলেদের এখন আর কোন কাজ নেই। তাই তাদের পরিবারে আর কোন আয় রোজগার না থাকাতে তারা এখন দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে।

যদিও সরকার এ সময়ে প্রতি পরিবারের জন্য প্রতিমাসে ৪০ কেজি চাল বরাদ্দ দিয়েছে। কিন্তু ভোলা সদর উপজেলার তুলাতলি গ্রামের জেলেদের সাথে আলাপকালে জানা যায় যে, সেখানে চাল দেয়া এখনও শুরু হয়নি। সে কারণে এসব জেলে পরিবার অর্ধাহারে বা অনাহারে দিন যাপন করছে। আবার এ চাল নিতে হলে তাদেরকে জেলে আইডিকার্ড থাকতে হবে। এদের সাথে আলাপ

> ভোলার তুলাতলি গ্রামের জেলেদের চাল দেয়া শুরু হয়নি। আবার এ চাল নিতে হলে তাদেরকে জেলে আইডিকার্ড থাকতে হবে। প্রায় ৩০% এর অধিক লোক আইডি কার্ড পেয়েছেন যারা কোনও দিনও মাছ ধরার সাথে জড়িত নন। আবার প্রায় ৪০% এর অধিক জেলে এখনও আইডিকার্ড পাননি বা আওতার বাইরে রয়েছেন। জেলেরা ৪০ কেজির স্থলে ২০-৩০ কেজি চাল পায়।

করে আরও জানা যায় যে প্রায় ৩০% এর অধিক লোক আইডি কার্ড পেয়েছেন যারা কোনও দিনও মাছ ধরার সাথে জড়িত নন। আবার প্রায় ৪০%-এর অধিক জেলে এখনও আইডি কার্ড পাননি বা আওতার বাইরে রয়েছেন। তারা বলেন যে, বেশিরভাগ সময়ই অবরোধ উঠে যাওয়ার পর এ বরাদ্দ পাওয়া যায়। আবার যখন চাল দেয়া শুরু হয় তখন জেলেরা ৪০ কেজির স্থলে ২০-৩০ কেজি চাল পায়। প্রভাবশালীদের কারণে এ সুবিধার বেশিরভাগ অংশ ভুয়া জেলেদের কাছে চলে যায়।

কোস্ট গবেষণায় উঠে এসেছে যে, নিষেধাজ্ঞাসহ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে সাম্প্রতিক সময় ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি বছরে প্রায় ৪৪ হাজার মেট্রিক টন, যার বাজার মূল্য ২২০ কোটি টাকা । বছরে মোট উৎপাদিত ইলিশের দাম হয় প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা। ৪.৫ লক্ষ জেলে পরিবারকে ৪০ কেজি করে চাল দিলে ৩ মাসে লাগে ১৩৫ কোটি টাকা। সুতরাং সরকারের পক্ষে সকল জেলেদেরকে খুব সহজেই এই সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব।

তাছাড়া কক্সবাজার থেকে পটুয়াখালী পর্যন্ত সমগ্র উপকূল জুড়ে জলদস্যুদের প্রভাব খুব বেশি। প্রতিদিনই জেলেরা ডাকাতদের হাতে ধরা পড়ছে এবং তাদের মাছসহ মাছ ধরার সকল সরঞ্জাম নিয়ে যায়। তাছাড়া অসন্তোষজনক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, দাদনদারদের ঋণের চাপ, বিকল্প আয়বর্ধকমূলক কাজের অভাব থাকার কারণে তারা সব সময়ই কষ্টের মধ্যে দিন পার করেন।

এ অবস্থায় জেলেদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য তাদের দাবিসমূহ:

১. প্রকৃত জেলে নয় এমন লোকদের জেলে হিসেবে নিবন্ধন বাতিল করা এবং প্রকৃত জেলেদের নিবন্ধনের আওতায় আনতে হবে।

২. অবরোধ শুরু হওয়ার কমপক্ষে সাত দিন পূর্বে থেকে চাল বা টাকা দেয়া শুরু করতে হবে।

৩. বরাদ্দকৃত চাল সঠিক মাপে দিতে হবে।

৪. চাল বন্টন প্রক্রিয়ায় জেলেদের প্রতিনিধিদের যুক্ত করা এবং প্রভাবশালীদের হাত থেকে এ বন্টন ব্যবস্থা বন্ধ করা।

৫. জেলেদের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা এবং চালের সমপরিমাণ টাকা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে বিতরণ করা বা টাকা মোবাইলের মাধ্যমে বিতরণ করা।

৬. কৃষিঋণের মতো স্বল্প সুদে জেলে ঋণের ব্যবস্থা করা।

৭. জেলেদের বিকল্প আয় যেমন-ছাগল পালন, গরু পালন, হাঁস-মুরগি পালন, সব্জি চাষ, হাতের কাজ ইত্যাদির সুযোগ করে দেয়া।

৮. জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড থেকে জেলেদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে।

৯. জেলেদেরকে রেশনিংয়ের আওতায় আনা।

১০. জেলেদের জন্য মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব বীমা চালু করা।

১১. কোন দুর্যোগে জাল ও নৌকা ক্ষতিগ্রস্ত বা নিখোঁজ হলে জেলেদেরকে ত্রাণ সহায়তার আওতাভুক্ত করা।

১২. নদী ভাংগন কবলিত জেলেদেরকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় এনে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করা।

১৩. বয়স্ক ও বিধাব ভাতার জন্য জেলেদের বিশেষ কোটা রাখা।

১৪. অবরোধের সময় প্রভাবশালীদেরকে নদীতে মাছ ধরা ও অবৈধ জাল যেমন-বেহুন্দি, বিন্দি, পাই, চরঘেরা, কারেন্টজাল ইত্যাদি ব্যবহার থেকে বিরত রাখা।

১৫. আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি জোরদার করে নদীতে ও সাগরে জেলেদেরকে নিরাপত্তা দিতে হবে। কোস্ট গার্ডের জন্য নৌবাহিনী থেকে ডেপুটেশনের পরিবর্তে স্থায়ী অফিসার নিয়োগ দিতে হবে।

১৬. জেলে নৌকার জন্য সরকারিভাবে জরুরি ঔষধসমূহ যেমন-ওরস্যালাইন, জ্বর, মাথা ব্যথার ঔষধ, স্যাভলন, ব্যান্ডেজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

১৭. প্রতিটি জেলেঘাটে আবহাওয়াজনিত সতর্ক বার্তার জন্য সিগনাল ব্যবস্থা চালু করা এবং প্রতিটি নৌকাতে রেডিও ও লাইফ জ্যাকেটের ব্যবস্থা করা।

১৮. বড় বড় মাছ ধরার নৌকাকে উপকূলের কাছে এসে মাছ ধরতে না দেয়া।

আয়োজক সংগঠনসমূহ:
অনলাইন নলেজ সোসাইটি, অর্পণ, উদ্দীপন, উদয়ন বাংলাদেশ, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, এসডিও, কোস্ট ট্রাস্ট, জাতীয় কৃষাণী শ্রমিক সমিতি, জাতীয় শ্রমিক জোট, ডাক দিয়ে যাই, ডোক্যাপ, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, নলসিটি মডেল সোসাইটি, পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতি, প্রান্তজন, পিএসআই, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন (জাই), বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, লেবার রিসোর্স সেন্টার, মুক্তির ডাক, সংকল্প ট্রাস্ট, সংগ্রাম, সিডিপি, বাংলাদেশ মৎস্যশ্রমিক জোট, হাওর কৃষক ও মৎস্য শ্রমিক জোট।
সচিবালয়: কোস্ট ট্রাস্ট, বাড়ি: ১৩ (মেট্রো মেলোডি), রোড়: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭। **যোগাযোগ:** সনত কুমার ভৌমিক (মোবাইল: ০১৭১১৮৮১৬৬২, মোস্তফা কামাল আকন্দ (মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১)